বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনের অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার
এবং
বিচারপতি খিজির হায়াত

ফৌজদারী রিভিশন মামলা নং ১১৮৪/২০২২

শিরোনামঃ
ফৌজদারী কার্যবিধির ১০(১এ) ধারার বিধানমতে দায়েরকৃত ফৌজদারী রিভিশন।

পক্ষগণঃ
মোঃ জহিরুল ইসলাম
---দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র গং ---অপরপক্ষ/প্রতিপক্ষ।

বিজ্ঞ আইনজীবীগণঃ
জনাব মোঃ মনজু মোল্লা, এ্যাডভোকেট সংগে
জনাব মোঃ রুহুল আমিন, এ্যাডভোকেট
---দরখাস্তকারীপক্ষে।

জনাব মোঃ একেএম আমিন উদ্দিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল
সঙ্গে
জনাবা আন্না খানম কলি এবং
জনাব মোঃ সাইফুর রহমান সিদ্দিকী, বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেলগণ।
---রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষে।

জনাব মোঃ শাহিন আহম্মেদ, এ্যাডভোকেট
---- দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষে।

শুনানী ও রায় প্রদানের তারিখঃ ০১/০২/২০২৩।

বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদারঃ

ফৌজদারী কার্যবিধি ১০(১এ) ধারার বিধানমতে ফৌজদারী রিভিশন মামলায় এই মর্মে রুল জারী করা হয় যে, কেন বরগুনার বিজ্ঞ

জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক আদালতের বিশেষ মামলা নং ১৪/২০১৯ ধারা ৫ (২) দুর্নীতি দমন প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭, তৎসহ দন্ডবিধি আইনের ৪০৯/৪৬৮ ধারা বর্তমানে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক, বরগুনাতে বিচারাধীন, এর আদেশ নং ৫ তারিখ ১৮/১১/২০১৯ইং যাহার মাধ্যমে বিশেষ মামলা নং ১৪/২০১৯ সরাসরি খারিজ করা হইয়াছে, বাতিল করা হইবে না এবং কেন প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ দেওয়া হইবে না।

দরখাস্তকারী মোঃ জহিরুল ইসলাম নিম্নক্তরুপে অভিযোগ করেন যে, তিনি একজন পেশাদার ঠিকাদার। তার প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স জে এস এন্টার প্রাইজ। ১ নং আসামীর নির্দেশে ৩নং আসামী পাথরঘাটা উপজলোধীন আইটেম কোড ৩. ০১. ৩. ২ / ৩ . ০২ . ১. ৩ / ৩. ০৪. ৩.১ / ৩. ০৮. ৪ / ১ / ২. ০২. ৪. ০১ / এ এবং ২.০৩.১ মোট ২৯ গ্রুপে ইং ২৮/৩/২০১৬ তারিখে দরপত্র আহবান করে। দরখাস্থকারী উক্ত দরপত্রে অংশগ্রহন করিয়া জে এস এন্ট্রার প্রাইজের অনুকলে ২০ নং গ্রুপের কাঠালতলী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের জেলা বোর্ডের রাস্তা সংলগ্ন মোসলেমের বাড়ী হইতে

আকতার হাওলাদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং করার জন্য ২,০০,০০০/- টাকার কাজ পান। তিনি ৩নং আসামীর দেওয়া সময় সীমার মধ্যে উক্ত কাজ সমাপ্ত করেন। ৩নং আসামী সুষ্ঠভাবে কাজ সম্পন্ন করার পর একটি প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করেন। তিনি তাহার কাজের বিল ৩নং আসামীর নিকট দাখিল করিলে, ৩নং আসামী তাহাকে বলেন যে অন্যান্য আসামীদের সংগে আলোচনা করিয়া বিল গ্রহনের সংবাদ দেওয়া হইবে। তিনি প্রায়ই কম বেশী সকল আসামির সংগে বিল পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করেন। কিন্তু আসামীগণ আজ কাল পরশু বলিয়া বিল না দিয়া ঘুরাইতে থাকেন। অতঃপর ০৮/০৬/২০১৬ ইং তারিখে সকাল ১১ ঘটিকায় তিনি ১নং আসামীর কার্যালয়ে ২,০০০০০/- লক্ষ টাকা বিলের জন্য গমন করেন। ১নং আসামীর কাছে বিলের বিষয় জানিতে চাহিলে, তিনি ৩নং আসামীর নিকট যাইতে বলেন। ৩নং আসামী কাছে গেলে, তিনি তাহার কাছে ২০,০০০/- টাকা ঘুষ দাবী করেন। এই সময় ৪নং আসামী ৩নং আসামীর কক্ষে বসা ছিলেন। ৪নং আসামী তাহাকে বলেন, চুড়ান্ত বিল নিতে হইলে মোট বিলের ১০ শতাংশ তাহাকে ঘুষ দিতে হইবে।

যখনই আপনি ২০,০০০/- টাকা ঘুষ দিবেন, তখনই আপনার ২,০০০০০/- টাকার বিল দেওয়া হইবে। তিনি আসামীদের কথা শুনিয়া ২নং আসামীর কাছে গেলে তিনিও ৩নং আসামীর কথা মত কাজ করতে বলেন। অতঃপর ২৮/৬/২০১৬ ইং তারিখ সকাল অনুমান ১০ ঘটিকায় তিনি ৩নং আসামীর কার্যালয়ে যান । ৩নং আসামীর কাছে কাজের বিল চাহিলে, ৩নং আসামী তাহাকে বলেন আপনার বিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাহাকে বলেন, আপনি স্বাক্ষর করিয়া বিল নিয়াছেন। তিনি ৩নং আসামীর কথায় হতবিহ্বল হইয়া পরেন। ঐদিনই তিনি দ্রুত পৃথকভাবে ১ ও ২ নং আসামীর কার্যালয়ে যাইয়া তাহাদের কাছে তাহার বিল চাহিলে, তাহারা বলেন যে, আপনি তো স্বাক্ষর করিয়া বিল লইয়া গিয়াছেন আবার কেন আসিয়াছেন?। ইহার পর আবার তিনি ৪ নং আসামীর কাছে যাইয়া বিল চাহিলে, তিনি বলেন যে তাহাকে ২৫/৬/২০১৬ইং তারিখে বিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি আসামীদের কাছে তার স্বাক্ষরিত কাগজপত্র চাহিলে আসামীরা বলেন পরে আসিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাকে দীর্ঘদিন যাবৎ সকল আসামীরা ঘুরাইতে থাকেন। অবশেষে ১১/৬/২০১৯ তারিখ ৩নং আসামীর

কার্যালয় হইতে বিকাল ৩ ঘটিকায় তাহার তথাকথিত স্বাক্ষররিত বিল গ্রহনের কাগজ সংগ্রহ করেন। তখন তিনি দেখিতে পারেন যে, সকল আসামীরা তাহার স্বাক্ষর জাল জালিয়াতি করিয়া তাহার ২,০০,০০০/- টাকা বিল উঠাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। তিনি আসামীদের দাবীকৃত ২০,০০০/- টাকা ঘুষ না দেওয়ার কারণে অত্র নালিশী দরখাস্ত দাখিল করা করিয়াছেন।

কিন্তু বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক, বরগুনা আদেশ নং ০৫ তারিখ ১৮/১১/২০১৯ ইং এর মাধ্যমে বিশেষ মামলা নং ১৪/২০১৯ সরাসরি খারিজ করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হইয়া, দরখাস্তকারী অত্র আদালতে অত্র ফৌজদারী রিভিশন মামলাটি আনয়ন করিয়াছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ মনজু মোল্লা সংগে বিজ্ঞ আইনজীবী মোঃ রুহুল আমিন, দরখাস্তকারীর পক্ষে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক ঘটনাটির প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়াই ডিসমিস করিয়া দিয়াছেন। তিনি আরো বলেন যে, যেহেতু নালিশী দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবি সময়ের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেহেতু

তাহার সময়ের আবেদন মঞ্জুর করা উচিত ছিল। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু এঁটি নালিশী দরখাস্ত কাজেই ইহার সত্য মিথ্যা যাচাই-বাছাই এবং তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট প্রেরণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ভুল করিয়াছেন সেই জন্য বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক খারিজের যে আদেশ দিয়াছেন তাহা বাতিল যোগ্য। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, যেহেতু একখানা নালিশী দরখাস্ত ফাইল করা হইয়াছে, কাজেই বিজ্ঞ জৈষ্ঠ্য বিশেষ বিচারক তাহাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারায় পরীক্ষা করিয়া প্রাথমিক সত্যতা পাইলে তিনি মামলাটি আমলে নিয়া তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট পাঠাইতে পারতেন কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক কোন কারণ উল্লেখ না করিয়াই নালিশী দরখাস্তটি সরাসরি খারিজ করিয়াছেন, ইহা আইন সম্মত হয়নাই, কাজেই ইহা বাতিল যোগ্য।

অপরপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ শাহিন আহমেদ দুনীতি দমন কমিশনের পক্ষে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ

বিচারক নালিশী দরখাস্ত গ্রহন করিয়া দুনীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর ১৩ বিধির উপ-বিধি (৩) অনুসরন করিয়া ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারিতেন, তিনি ইহা না করিয়া আইনত ভুল করিয়াছেন। কাজেই নালিশী দরখাস্ত খারিজের আদেশটি বাতিল করিয়া তাঁহাকে যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ ডিপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে মিস আন্না খানম কলি বিজ্ঞ সহকারী এ্যার্টনী জেনারেল এবং মোঃ শাইফুর রহমান সিদ্দিকী বিজ্ঞ সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল রাষ্ট্রর পক্ষে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করেন যে বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর ১৩ (৩) উপ-বিধি অনুসরন করিয়া শুনানীয়ান্তে নিস্পত্তি করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ভুল করিয়াছেন। কাজেই যথাযথ নির্দেশনা দেওয়া যাইতে পারে।

আমরা অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্তটি দেখিলাম এবং দরখাস্তের সংগে যে সমস্ত কাগজপত্র যুক্ত করা হইয়াছে তাহা নিবিরভাবে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করিলাম। আমরা নালিশী দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী, দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষের

বিজ্ঞ আইনজীবী এবং রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবীগণকে শুনিলাম এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিলাম।

নালিশী দরখাস্ত হইতে হইা প্রতীয়মান হয় যে, দরখাস্ত কারী একজন পেশাদার ঠিকাদার। তার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স জে এস এন্টারপ্রাইজ। তিনি ২০ নং গ্রুপের কাঠালতলী ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের জেলা বোর্ডের রাস্তাসংল্ন মোসলেমের বাড়ি হইতে আকতার হাওলাদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইট সলিং করার জন্য ২,০০,০০০/- টাকার বিনিময় একটি কাজ পান। তিনি কাজটি যথাভাবে সম্পন্ন করেন। যথাযথ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি ৩ নং আসামীর কাছ থেকে প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রহ করেন। প্রত্যায়ন পত্র সংগ্রের পর, তিনি ০৮/০৬/১৬ তারিখে ১ নং আসামির কার্যালয়ে বিলের জন্য যান। ৪ নং আসামী তাহাকে বলেন, চুড়ান্ত বিল নিতে হলে মোট বি**লের ১**০ শতাংশ তাহাকে ঘুষ দিতে হবে। যখনই আপনি ২০,০০০/- টাকা ঘুষ দিবেন, তখনই আপনার ২,০০,০০০/- টাকার বিল দেওয়া হইবে। তিনি আসামীদের কথা শুনিয়া, ২নং আসামীর কাছে গেলে, তিনিও ৩নং আসামীর কথা মত কাজ করতে বলেন। অতঃপর ২৮/৬/২০১৬ তারিখ সকাল অনুমান ১০.০০ ঘটিকার সময় তিনি ৩নং আসামীর কার্যালয়ে বিলের জন্য যান। তখন ৩নং আসামীর

কাছে কাজের বিল চাহিলে, ৩নং আসামী তাহাকে বলেন, আপনার বিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি তাহাকে আরও বলেন আপনি স্বাক্ষর করিয়া বিল নিয়াছেন। তিনি ৩নং আসামীর কথায় হতবিহ্বল হইয়া পরেন। তিনি ধারনা করেন যে, তাহাদের চাহিদা মত ঘুষের ২০,০০০/- টাকা না দেওয়ার কারণে, তাহার স্বাক্ষর জাল জালিয়াতি করিয়া আসামীরা বিল উঠাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। যে তারিখে নালিশী আদেশটি হয় সে তারিখে নালিশী দরখাস্ত কারী একটি সময়ের আবেদন করেন। আবেদনের সময় নালিশী দরখাস্তকারীকে বার বার ডাকা সত্বেও তাহার আইনজীবীকে খুজে না পাওয়ার কারণে দরখাস্তটি খারিজ করে দেওয়া হয়। বিজ্ঞ জৈষ্ঠ্য বিশেষ বিচারক অত্র নালিশী আবেদনটি গ্রহন করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর উপ-বিধি ১৩ (৩) অনুসারে যথাযথ ব্যবস্তা গ্রহন করিতে পারিতেন এবং নালিশের গুনাগুন বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারিতেন কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বিজ্ঞ জৈষ্ঠ্য বিশেষ বিচারক নালিশী দরখাস্তটি গ্রহন করিয়া তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠাইতে পারিতেন। নালিশী আদেশে আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, নালিশী দরখাস্তটি কোন কারণ উল্লেখ না করিয়াই খারিজ করিয়া দিয়াছেন যাহা যথাযথ হয় নাই। ফৌজদারী মামলার বাদী উপস্থিত থাকুক, আর

না থাকুক মামলার গুনাগুণ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা নিতে পারতেন। দরখাস্তকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আরো নিবেদন করেন যে তিনি আইনজীবী নিয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু বিজ্ঞ আইনজীবী তাহার পক্ষে আদালতে যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হন নাই এবং উক্ত কারণে বিচারপ্রার্থীর অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে, যাহা মোটেই কাম্য হতে পারে না। বিজ্ঞ আইনজীবীর কারণে এই ক্ষতি হতে পারে না। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় লইয়া, আমরা এই মতে উপনিত হইলাম যে, বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিশেষ বিচারক দরখাস্তটি সরাসরি খারিজ করিয়া ভুল করিয়াছেন।

অতএব, ফলাফল এই যে, উপস্থাপিত রুলটি চুড়ান্ত করা হইল/ মঞ্জুর করা হলো।

নালিশী আদেশ নং ৫ তারিখ ১৮/১১/২০১৯ আদেশটি বাতিল করা হইল।

বিজ্ঞ জৈষ্ঠ্য বিশেষ বিচারক কে নালিশী দরখাস্তটির গুনাগুন পর্যালোচনা করিয়া যথাযথভাবে আইন ও বিধি মোতাবেক উহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া নিষ্পত্তি করার নির্দেশ প্রদান করা হল।

অত্র রায় ও আদেশ নিম্ন আদালতে প্রাপ্তির ৭(সাত) দিনের মধ্যে সকল আসামীগণকে নিম্ন আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ

প্রদান করা হইল, অন্যথায় নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারক আইন অনুসারে আসামীগণকে আদালতে হাজির হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি বিচারিক আদালতে/নিম্ন আদালতে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল।

বিচারপতি মোঃ নজরুল ইসলাম তালুকদার

আমি একমত।

বিচারপতি খিজির হায়াত